এই কিতাবের আয় [illegible] আলিয়া মাদ্রাছার স্বত্ব।

ما اتكم الرسول فاخذوه
وما نهكم عنه فانتهوا

রছুল যাহা তোমাদের নিকট আনয়ন করিয়াছেন তাহা গ্রহণ কর,
এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাক। (কোরান)

মাছায়েলে আর্‌বা

(ছবি, গান, বেদীনের পর্ব্ব ও মোর্‌তাদের মছলা)

ফুরফুরা শরীফের পীর আমিরোশ শরীয়ৎ
হজরৎ শাহ ছুফী আল্‌হাজ্জ
মওলানা আবুবকর ছিদ্দিকী ও হানাফী
ছাহেবের আদেশে—

বরিশাল জিলার সুপ্রসিদ্ধ পীর ও আলেম
হজরৎ শাহ ছুফী আলহাজ্জ
মওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব
কর্ত্তৃক প্রণীত

মওলবী নুরুদ্দীন আহমদ
অনূদিত ও প্রকাশিত।

কেতাব পাইবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—মাদ্রাছাহ্‌ লাইব্রেরী
পোঃ সরসিনা, বরিশাল।

মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা মাত্র

এই কিতাবের আয় শর্ষিনা আলিয়া মাদ্রাছার স্বত্ব।

মুল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র

ভূমিকা

প্রকৃত ইছলামী শিক্ষা ও আদর্শের অভাবে এবং স্বেচ্ছাচারি বেদীন বিধর্ম্মীগণের অশ্লীল অথচ প্রভাবপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতার ছোঁয়াচে, বাংলার মুছলমান সমাজে যে সমস্ত অনাচার সংক্রামক ব্যাধিরূপে প্রবেশ লাভ করিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত আবাল বৃদ্ধ বণিতাদিগের মন মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তন্মধ্যে গান বাজ্না, প্রাণী চিত্র অঙ্কন, ফটোতোলা, পরোক্ষভাবে ছবিপূজা ও বিজাতীয় পর্ব্বে গমন করা বর্ত্তমানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাপ্রকার গান বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। আর শহর বন্দরের অবস্থা বর্ত্তমানে না বলিলেও চলে। তৎপর ছবি সমস্যা। অসার পৌত্ত-লিকতা ধ্বংস করতঃ একমাত্র রাব্বোল আলামীনের একত্ব ঘোষণা করার মহামন্ত্র লইয়াই ইছলাম জগতে আসিয়াছে। তাই জীব জন্তুর ছবি অঙ্কন করতঃ চিত্রকলার পরিপুষ্টি সাধন করাও মোছলমান চিরদিন গর্হিত কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ ছবি অঙ্কন বা ছবি তোলা কোন দিনই ইছলামের অনুমোদিত নয়। কিন্তু এই গর্হিত আদর্শও আজ আমাদের সমাজে—বিশেষ করিয়া আধুনিক-পন্থী শিক্ষিত সমাজে নির্দ্দোষসখের সামগ্রী

হিসাবে পূজিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, হাদিছে ও ফেকায় এই সমস্ত কার্য্যের প্রতি যে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে, তৎপ্রতি কয়জন লোকের আস্থা আছে ? আর এই সমস্ত কার্য্য বৈধজ্ঞানে অবাধে প্রশ্রয় দেওয়ার অনিবার্য্য ফল মোর্‌তাদ হওয়া, অর্থাৎ ইছলামের গণ্ডীর বহির্ভূত হইয়া যাওয়া এবং স্ত্রী হইতে শরিয়ৎ অনুযায়ী বিবাহ বিচ্যুতি ঘটা। ইছলামের বিধান-শাস্ত্রে একথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তাই এই সমস্ত গর্হিত আদর্শের উচ্ছেদ সাধন করতঃ খাঁটি ইছলামী সমাজ গঠন করার উদ্দেশে এই পুস্তকখানি শর্ষিণার হজরৎ পীর ছাহেব কেবলা প্রণয়ন করাইয়া আমা-কর্ত্তৃক অনুবাদ করাইয়াছেন। আশা করি, পাঠকবৃন্দ কোরান হাদিছ অনুযায়ী আমল করতঃ ইহকাল পরকালে সুখ ভোগের অধিকারী হইবেন।

এই পুস্তকের প্রণয়ন ও অনুবাদ ব্যাপারে বালিয়াতলী নিবাসী মওলানা আবদুল মজিদ ছাহেবের পরিশ্রম বিশেষভাবে স্বীকার্য্য। ইতি—

তাং ২২শে ভাদ্র
১৩৪২ বাং
শর্ষিণা।

বিনীত—
নূরুদ্দীন—

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

১। পিক্‌চার বা ছবি সমস্যা ৯

জীবজন্তুর ছবি অঙ্কন করা কিংবা যন্ত্র দ্বারা তোলা হারাম ৯

১। কেয়ামতে ছবি অঙ্কনকারীদের কঠিন শাস্তি হইবে ১১

২। ছবি বা মূর্ত্তি বানান কবিরা গুণাহ, বিছানায় কাপড়ে কি মুদ্রায় ছবি অঙ্কন করা হারাম ... ১১

৩। মূর্ত্তি পূজা করার জন্য না বানাইলেও গুনাহ হইবে ১২

৪। মূর্ত্তি বা ছবি নির্ম্মাণ করা কবিরা গুনাহ ... ১৩

৫। পরকালে মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারীকে উহাতে প্রাণ দিতে বলা হইবে ১৩

৬। ছবি নির্ম্মাণ করিলে খোদার সৃষ্টির অনুকরণ করা হয় ১৪

৭। ছবি বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারীকে তাহার নির্ম্মিত মূর্ত্তি কেয়ামতে আজাব করিবে ১৫

৮। কেয়ামতের দিবস একটি মুণ্ড বাহির হইয়া ছবি নির্ম্মাণকারী, অত্যাচারী ও মোশরেকগণকে দোজখে প্রবেশ করাইবে ১৬

৯। মূর্ত্তি বা ছবি নির্ম্মাণকারীকে কেয়ামতে উহাতে প্রাণ দিতে বলা হইবে ১৭

বিষয় পৃষ্ঠা

১০। হজরৎ আয়েশার গৃহের পর্দ্দায় ছবি দেখিয়া হজরতের চেহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল ... ১৮

১১। যে ব্যক্তি কোন নবীকে বধ করিয়াছে কিংবা যাহাকে কোনও নবী বধ করিয়াছে কিংবা পিতা মাতার একজনকেও হত্যা করিয়াছে কিংবা যে ছবি নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহার ভীষণ শাস্তি হইবে ১৯

১২। ছবি কিংবা মূর্ত্তি প্রাচীরে লটকান কিংবা প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরা হারাম ... ২০

১৩। যেখানে মূর্ত্তি বা ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করে না ২০

১৪। যে গৃহে মূর্ত্তি বা ছবি থাকে তথায় নামাজ পড়িলে মকরুহ তাহরীম হইবে ২৪

২। গান বাজনা ২৬

১। গান করা ও শ্রবণ করা হারাম... ... ২৬

২। গায়কগণ এবং বাদকগণ শয়তানের অনুচর— হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন—"তিনি বাদ্যযন্ত্র ও শূকর ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন" ... ২৭

৩। "লাহওল হাদিছ" অর্থ গান, গানে মোনাফেকী সৃষ্টি হয় ২৭

৪। কোরান শরীফের তিনটি আয়াৎ দ্বারা গান বাজনা হারাম প্রমাণিত হইয়াছে ... ২৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
৫।	৭৫ জন মোজ্‌তাহেদ ও ৭৭ জন বিজ্ঞ আলেম গান বাজ্‌না হারাম বলিয়াছেন… …	৩১
৬।	গানে (বর্ষার উদ্ভিদের মত) অন্তরে মোনাফেকী সৃষ্টি হয় … … …	৩১
৭।	গায়িকারা অতিশয় মারাত্মক—গান করা হারাম	৩২
৮।	গান সকল ধর্ম্মেই মহাপাপ … …	৩৩
৯।	কাঠের উপর আঙ্গুল পিটাইয়া গান করা হারাম	৩৪
১০।	গানের মজলিসে বসা ফাছেকী, গান শুনিয়া আনন্দিত হওয়া কাফেরী … …	৩৫
১১।	যে গানকে হালাল অর্থাৎ ভাল জানে সে কাফের	৩৫
১২।	দফ, তাম্বুরা, একতারা প্রভৃতি বাজান হারাম, যে হালাল জানে সে কাফের … …	৩৬
১৩।	গান গাওয়া ও হাতে তালি বাজান হারাম, যে হালাল জানে সে কাফের … …	৩৭
১৪।	যাবতীয় অশ্লীল আমোদ প্রমোদ হারাম, যে হালাল জানে সে কাফের … …	৩৭
১৫।	গান বাজ্‌না হালাল অর্থাৎ ভাল জানিয়া শুনিলে মোরতাদ হইবে এবং নেকাহ দোহ্‌রান ওয়াজেব … … …	৩৮
১৬।	যাহারা হালাল জানিয়া গান করে বা শ্রবণ করে তাহাদের নিকাহ দোহ্‌রান ওয়াজেব …	৩৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
১৭।	কাফের হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেও নেকাহ দোহ্‌রাইতে হইবে	৩৯
১৮।	গান হালাল অর্থাৎ ভাল জানিয়া করিলে মোর্‌তাদ হইবে, তাহার যাবতীয় নেককাজ ও নিকাহ বাতেল হইবে	৪০
১৯।	৯৯টি কুফরি আলামত ও একটি মাত্র ইমানের আলামত পাওয়া গেলে কাফের হইবে না, এই কথা সত্য কি না ?	৪২
	৩। মোছলমান হিন্দুর পর্ব্বে যাইবে না (নীল থোল)	৪৪
১।	কাফের মোশরেকগণের মেলায় কি পর্ব্বে যাইয়া নূতন আমদানী জিনিসপত্র খরিদ করা কি ? ...	৪৪
২।	উক্ত বিষয়ে কাজীখান কেতাবের মত ...	৪৫
৩।	হিন্দুর পর্ব্বদিনের সম্মান মনে করিয়া গমন করিলে কি হুকুম ?	৪৫
	৪। মোর্‌তাদের জানাজা	৪৬
১।	মোর্‌তাদ হইয়া গেলে স্ত্রী তালাক বায়েন হইবে	৪৬
২।	মোর্‌তাদ হওয়া মাত্র তাহাকে মোছলমান হইতে বলিবে	৪৭
৩।	ফতোয়ার দস্তখৎকারী ওলামাদের নাম ...	৪৮

মাছায়েলে আরবা

১। পিক্‌চার বা ছবি সমস্যা

জীব জন্তুর ছবি অঙ্কন করা কিংবা যন্ত্র দ্বারা তোলা হারাম

ছওয়াল—

হুজুর! হাত দ্বারা কোনও জীব জন্তুর ছবি অঙ্কিত করা, ছবির ব্লক করতঃ ছাপান, কিংবা ক্যামেরা ও ফটো তোলার যন্ত্রাদি দ্বারা জীবন্ত প্রাণীর ছবি তোলা বৈধ কিনা? এবং আজকাল যে অনেকেই বড় লোকের কিংবা বন্ধু-বান্ধবের বা মৃত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ফটো তুলিয়া স্মৃতি রক্ষার জন্য কিংবা সৌন্দর্য্যের জন্য ঘরের প্রাচীরে, বৈঠকখানায় কিংবা এরূপ কোন প্রকাশ্য স্থানে ঝুলাইয়া রাখে, এই সমস্ত কার্য্য শরিয়ৎ অনুমোদিত কিনা? জানাইয়া সুখী করিতে মর্জ্জি করিবেন।

আল-জওয়াব

উত্তর—বৎস! চাই হস্তাঙ্কিত হউক, কিংবা কোন যন্ত্রাদির সাহায্যে হউক, জীব জন্তুর ছবি তোলা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ—হারাম। পবিত্র হাদিছ শরীফে এরূপ কার্য্যের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় বিশ্বস্ত হাদিছ উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অত্র মছলার প্রশ্নের উত্তরের পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। উহা এই যে, ছবি হাত দ্বারাই তুলুক, আর বর্ত্তমান সময় ছবি তোলার যে যন্ত্রাদি আবিষ্কার হইয়াছে উহা দ্বারাই হউক, ছবি নির্ম্মাণ করাই মূলে উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যে ভাবে সম্পন্ন হউক, চাই হাত দ্বারা হউক, কিংবা যন্ত্র দ্বারা হউক, একই কথা। এবং এই ছবি তোলার সম্বন্ধেই হাদিছ শরীফে কঠোর নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কাজেই যে কার্য্যের প্রতি হাদিছে নিষেধ আসিয়াছে, সেই কার্য্য যে কোনও উপায়ে সম্পন্ন হউক না কেন—গুণাহ সমান হইবে। কারণ হাত দ্বারা তুলিলেও ছবি হইবে, আর যন্ত্র দ্বারা তুলিলেও ছবিই হইবে। হাত দ্বারা না তুলিয়া যন্ত্র দ্বারা তুলিলে যে গুণাহ হইবে না এরূপ ধারণা যুক্তি-হীন। কেননা যন্ত্রগুলি ছবি তুলিবার সহজ উপায় মাত্র। কার্য্যের সুবিধার জন্যই যন্ত্রের সৃষ্টি। আবার এই যন্ত্রগুলিও হাত দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। এবং যন্ত্রকে হাত দ্বারা ধরিয়াই ছবি তুলিতে হয়। সুতরাং যন্ত্রই এখানে তুলিকার কাজ

করিতেছে। কাজেই যন্ত্র দ্বারা ছবি তুলিলেও হাত দ্বারাই তোলা হয়, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সূচী নং ১।

ছহী-বোখারী শরীফে আছে ঃ—

ان اشد الناس عذابا عند الله المصورون *

অর্থ ঃ—নিশ্চয় কেয়ামতের দিবস মূর্ত্তি বা ছবি অঙ্কনকারিগণ খোদার নিকট অতিশয় কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হইবে।

সূচী নং ২।

উল্লিখিত হাদিছ শরীফের ব্যখ্যায় বোখারী শরীফের শরাহ ওম্‌দাতোল্ ক্বারী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

وان كان ورد فى حق عاص فيكون اشد عذابا من غيره من العصاة ويكون ذالك دالا على اعظم المعصية المذكورة - وفى التوضيح قال اصحابنا وغيرهم - تصوير صورة الحيوان حرام اشد التحريم وهو من الكبائر سواء صنعه لما يمتهن او لغيره فحرام بكل حال لان فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان فى ثوب او بساط او دينار او درهم او فلس او اناء او حائط واما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام سواء كان هذا كله ما له ظل وما لا ظل له *

অর্থাৎ যদিও অন্যান্য গুরুতর পাপের জন্য হাদিছে কঠিন শাস্তির কথা বলা হইয়াছে কিন্তু ছবি বা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

কারীর শাস্তি সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর হইবে। এবং তাহার কঠিন শাস্তিই পাপের গুরুত্ব প্রমাণ করিতেছে। তওজিহ কেতাবে লিখিয়াছে যে, জীবজন্তুর ছবি বা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা নিষেধ, বরং কঠোর নিষিদ্ধ কার্য্য (হারাম) ইহা কবিরা গুনাহ। চাই উহাকে যত্ন বা সম্মান প্রদর্শন করুক কিংবা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যেই বানাইয়া থাকুক। কেননা এরূপ কার্য্যে আল্লাহের সৃষ্টির অনুকরণ করা হয়। উহা বস্ত্রে বিছানায় মোহরে মুদ্রায় পয়সায় পাত্রে কিংবা প্রাচীর-গাত্রে কোথাও নির্ম্মাণ বা অঙ্কন করিতে পারিবে না। চাই মূর্ত্তি শরীর বিশিষ্ট হউক, কিংবা কোনও কিছুতে অঙ্কিত থাকুক। উহা অঙ্কন করা হারাম। কিন্তু যেগুলি জীবজন্তুর ছবি নয়, যেমন গাছ পাতা ইত্যাদি তাহা নির্ম্মাণ করা নিষিদ্ধ নহে।

সূচী নং ৩।

ইমাম নববী বলেন ঃ—

وهذه الاحاديث صريحة فى تحريم تصوير الحيوان وانه غليظة التحريم وايضا فيه واما من لم يقصد بها العبادة والمضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير *

অর্থাৎ উক্ত হাদিছ সমূহ জীবজন্তুর ছবি অঙ্কন করা বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হারাম হওয়া সম্বন্ধেই প্রকাশ্যতঃ বলা হইয়াছে। ইহা অঙ্কন বা নির্ম্মাণ করা জঘন্যতম পাপের কার্য্য—হারাম। উক্ত কেতাবে আরও আছে—যদি কেহ মূর্ত্তি বা ছবি পূজা ও

সৃষ্টির অনুকরণের জন্য না-ও বানাইয়া থাকে, তবুও সে ফাছেক হইবে এবং কবিরা গুণাহে পতিত হইবে। (শরহে-মোছলেম)

সূচী নং ৪।

মেরকাত শরীফে উক্ত হইয়াছে :—

قال اصحابنا و غيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم و هو من الكبائر لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الاحاديث - سواء صنعه فى ثوب او بساط او دينار او درهم •

অর্থাৎ আমাদের মশায়েখ্‌গণ ও ওলামাগণ বলিয়াছেন যে, জীব জন্তুর ছবি অঙ্কন করা হারাম, এমন কি গুরুতর হারাম। ইহা কবিরা গুনাহ। কেননা এরূপ কার্য্যের প্রতি বিশেষ ভীতিপ্রদ হাদিছ উক্ত হইয়াছে। উহা কাপড়ে বিছানায় মোহরে কি টাকা পয়সায় কিংবা যে কোনও স্থানে অঙ্কিত হউক না কেন, সমান কথা।

সূচী নং ৫।

বোখারী ও মোছলেম শরীফে উক্ত হইয়াছে—আঁহজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন :—

عن نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلعم قال ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة و يقال لهم احيوا ما خلقتم - (بخارى و مسلم)

অর্থাৎ আবহুল্লাহ এব্‌নে ওমর হইতে নাফে’ বর্ণন করিয়াছেন, হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন যে, মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারী দিগকে কেয়ামতের দিবস শাস্তি প্রদান করা হইবে। এবং তাহাদিগকে তাহাদের নির্ম্মিত মূর্ত্তি বা ছবি সমূহ জীবিত করিতে বলা হইবে।

সূচী নং ৬।

বোখারী শরীফে আছে ঃ—

عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سفر وقد سترت بقرام لى على سهوة لى فيه تماثيل
فلما رأه رسول الله صلعم هتكه و قال اشد الناس عذابا
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله تعالى فقالت
فجعلناه وسادة او وسادتين - (بخارى)

অর্থাৎ হজরৎ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে— তিনি বলিতেছেন যে, একদা হজরৎ (দঃ) ছফর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমি আমার প্রকোষ্ঠের মধ্যে আমার একখানা চাদর দ্বারা আবৃতা ছিলাম। ঐ চাদরে জীব জন্তুর ছবি ছিল। হজরৎ (দঃ) ইহা দেখিবা মাত্র চাদরখানা নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, কেয়ামতে ঐ ব্যক্তির কঠিন শাস্তি হইবে যে আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ করিতে চাহে। তারপর হজরৎ আয়েশা ছিদ্দিকা বলেন, তৎপর উহা দ্বারা আমরা একটী কি দুইটী বালিশ বানাইলাম।

সূচী নং ৭।

মোছলেম শরীফে আছে :—

عن سعيد بن ابى الحسن قال جاء رجل الى ابن عباس (رض) فقال انى رجل اصور هذه الصور فافتنى فيها فقال له ادن منى فدنا منه ثم قال ادن منى فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلعم سمعت رسول الله صلعم يقول كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه فى جهنم قال ابن عباس فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له رواه مسلم ٭

অর্থাৎ ছাইদ এবনে আবিল হাছান হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি হজরৎ এব্‌নে আব্বাছের নিকট আসিয়া বলিল, আমি এই সকল ছবি বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি। এসম্বন্ধে আপনি কি বলেন? এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমার নিকটে এস। সে ব্যক্তি তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইল। এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, এসম্বন্ধে হজরৎ (দঃ) এর নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিব। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ছবি বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারী জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। তৎপর উহারা যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে

ঐরূপ এক একটী জীবন্ত মূর্ত্তি বানান হইবে। সেইগুলি তাহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে আজাব করিতে থাকিবে। তৎপর এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলিলেন, যদি তোমার একান্তই ছবি বানাইতে হয়, তবে বৃক্ষের কিংবা নিজ্জীব পদার্থের ছবি তৈয়ার কর।

সূচী নং ৮।

মেশ্‌কাত শরীফে আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে ঃ—

قال قال رسول الله صلعم يخرج عنق من النار يوم
القيامة له عينان يبصر بهما و له اذنان يسمعان بهما و لسان
ينطق به يقول و كلت بثلاثة بمن جعل مع الله الها اخر
و بكل جبار عنيد و بالمصورين رواه الترمذى ء

আঁহজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন—কেয়ামতের দিবস জাহান্নামের মধ্য হইতে একটি মুণ্ড বাহির হইবে—তাহার দুইটী চক্ষু থাকিবে তাহাদ্বারা সে দর্শন করিবে—দুইটি কাণ থাকিবে তাহা দ্বারা সে শ্রবণ করিবে—এবং একটী জিহ্বা থাকিবে তাহাদ্বারা সে বলিবে—আমি তিন সম্প্রদায় লোকের জন্য নিযুক্ত হইয়াছি। (জাহান্নামে প্রবেশ করাইবার জন্য) প্রথম—যে ব্যক্তি খোদার সহিত অংশী স্থাপন করিয়াছে ; দ্বিতীয়—যে ব্যক্তি অত্যাচার ও অহঙ্কার করিয়াছে। তৃতীয়—যাহারা ছবি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

সূচী নং ৯।

মেশ্‌কাত শরীফে হজরৎ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে ঃ—

عن عائشة عن النبى صلعم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله تعالى - متفق عليه *

অর্থাৎ হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার সৃষ্টির অনুরূপ করিতে চাহে, কেয়ামতের দিবস তাহার কঠিন আজাব হইবে।

বোখারী শরীফে আছে ঃ—

من صور صورة فى الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيه الروح و ليس بنافخ - (بخارى) *

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, কেয়ামতের দিবস তাহাকে ঐ মূর্ত্তিতে প্রাণ দিতে বলা হইবে। কিন্তু সে তাহা পারিবে না।

মোছলেম শরীফে আছে ঃ—

عن نضربن انس بن مالك (رض) قال كنت جالسا عند ابن عباس (رض) فجعل يفتى و لا يقول قال رسول الله صلعم حتى سأله رجل فقال انى رجل اصور هذه الصور فقال له ابن عباس ادن فدانا الرجل فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة فى الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة و ليس بنافخ - (مسلم) *

নজর এব্নে আনেছ এব্নে মালেক হইতে বর্ণিত আছে ঃ—তিনি বলিয়াছেন—"আমি একদা এব্নে আব্বাছের নিকট বসা ছিলাম। তিনি স্বয়ং মছলা বর্ণনা করিতে ছিলেন কিন্তু যাহা বলিতেছিলেন, তাহা আঁ হজরৎ (দঃ) এর উক্তি বলিয়া বলিতেছিলেন না। এমন সময় এক ব্যক্তি বলিল, "আমি এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকি।" এব্নে আব্বাছ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, এসম্বন্ধে হজরৎ (দঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি পৃথিবীতে চিত্র অঙ্কন করিবে পরকালে তাহাকে ঐ সমস্ত চিত্রে প্রাণ দিবার জন্য বলা হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি প্রাণ দিতে পারিবে না।"

সূচী নং ১০।

মোছলেম শরীফে আছে ঃ—

عن عائشة (رض) قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله - (مسلم)

অর্থাৎ হজরৎ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, একদা আমি একখানা জীবজন্তুর ছবি বিশিষ্ট চাদরে আবৃতা ছিলাম। এমন সময় আঁ হজরৎ (দঃ) আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি আমাকে ঐরূপ চাদরে আবৃতা দেখিয়া তাঁহার বদন-মণ্ডল বিবর্ণ হইল। তৎপর তিনি আমার

গাত্র হইতে ঐ চাদরখানা নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন—"নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ করিতে চাহিয়াছে, কেয়ামতে তাহারা কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হইবে।"

মোছলেম শরীফে আরও আছে ঃ—

عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون - (مسلم)

আবদুল্লাহ বর্ণন করিতেছেন যে, হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ— নিশ্চয় জীব জন্তুর ছবি বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারিগণের প্রতি কেয়ামতে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইবে।

মোছলেম শরীফে আরও আছে ঃ—

عن ابى معاوية ان من اشد اهل النار يوم القيامة عذابا المصورون - (مسلم)

অর্থাৎ আবি মাবিয়া হইতে বর্ণিত আছে যে, দোজখ বাসিগণের মধ্যে ছবি বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারিগণের কেয়ামতে কঠিন আজাব হইবে।

সূচী নং ১১।

মেশ্‌কাত শরীফে উক্ত হইয়াছে ঃ—

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا او قتله نبى او قتل احد والديه والمصورون و عالم لم ينتفع بعلمه - (رواه البيهقى) ۞

অর্থাৎ এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি কোনও নবীকে কতল করিয়াছে কিম্বা কোনও নবী যাহাকে হত্যা করিয়াছেন কিম্বা যে ব্যক্তি পিতামাতার কোনও একজনকে বধ করিয়াছে কিংবা মূর্ত্তি বা ছবি নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তদনুরূপ আমল করে নাই—নিশ্চয় কেয়ামতে তাহাদের কঠিন আজাব হইবে।

সূচী নং ১২।

প্রাচীরে ছবি লট্‌কান্ এবং জীব-জন্তু-চিত্রিত কাপড় পরিধান করা হারাম

মেরকাত শরীফে উক্ত হইয়াছে :—

واما اتخاذ المصور بحيوان فان كان معلقا على حائط سواء كان له ظل او لا - او ثوبا ملبوسا او عمامة او نحو ذالك فهو حرام •

জীব-জন্তুর মূর্ত্তি চাই উহা প্রাচীরগাত্রে ঝুলান থাকুক, চাই উহা শরীরবিশিষ্ট হউক কিংবা অঙ্কিত হউক, কিংবা পরিধেয় বস্ত্র অথবা পাগ্‌ড়ীতে অঙ্কিত থাকুক, সর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করা হারাম।

সূচী নং ১৩।

যে ঘরে ছবি বা মূর্ত্তি থাকে সে ঘরে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেন না।

মেশ্‌কাত শরীফে আবি তাল্‌হা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে :—

قال قال النبى صلعم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا تصاوير متفق عليه •

অর্থাৎ হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন, "যে ঘরে কুকুর কিংবা কোন ছবি বা মুর্ত্তি থাকে সেখানে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেন না।"

বোখারী ও মোছলেম শরীরে আছে :—

عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلعم لا تدخل الملائكة بیتا فیه تماثیل او تصاویر ٭

হজরৎ আবি হোরায়রা (রাঃ) বর্ণন করিয়াছেন, হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন, "যে গৃহে মূর্ত্তি বা ছবি আছে সে ঘরে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেন না।" বোখারী শরীফে আরও আছে :—

عن سالم عن ابیه قال وعد النبی صلی الله علیه وسلم جبرائیل فحرات علیه حتی اشتد علی النبی صلی الله علیه وسلم فلقیه فشكا الیه ما وجد فقال له انا لا ندخل بیتا فیه صورة ولا كلب - (بخاری) ٭

ছালেম তাহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জিব্রাইল (আঃ) একবার হজরৎ (দঃ) এর নিকট আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু জিব্রাইল (আঃ) তাহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আসিলেন না। ইহা হজরৎ (দঃ) এর নিকট খুব অসহ্য বোধ হইল। তৎপর জিব্রাইল (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিব্রাইল (আঃ) উত্তর করিলেন, যে ঘরে কুকুর কিংবা মূর্ত্তি থাকে সেই ঘরে আমরা প্রবেশ করিতে পারি না।

প্রকাশ থাকে যে, শীকার ধরিবার জন্য কিংবা চোর ডাকাত তাড়াইবার জন্য কুকুর পালা জায়েজ আছে।

হজরৎ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে :—

قال صلعم ان البيوت الذى فيه الصور لاتدخل الملائكة - (مسلم - بخارى) ٭

অর্থাৎ আঁ হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন যে, যে ঘরে মূর্ত্তি বা ছবি আছে সে ঘরে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেন না।

হজরৎ আবি হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে :—

وعن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلعم اتانى جبرائيل فقال لى اتيتك البارحة - فلم يمنعنى ان اكون دخلت الا انه كان على الباب تماثيل و كان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل و كان فى البيت كلب فمر برأس التمثال الذى على باب البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة و مر بالستر فيقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطان و مر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلعم رواه ابو داؤد و الترمذى ٭

অর্থাৎ হজরৎ (দঃ) বলিলেন যে, একদা আমার নিকট জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া বলিলেন যে, আমি আপনার নিকট পূর্ব্বের রাত্রিতেই আসিতাম। কিন্তু ঘরের দরজায় ও ঘরের ভিতরে একটি পর্দ্দায় মূর্ত্তি ও ছবি সমূহ ছিল এবং গৃহের মধ্যে একটি কুকুর ছিল বলিয়া ইহাতে আমাকে বিরত রাখিয়াছে। হজরৎ (দঃ) ইহাতে মূর্ত্তির মাথা কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। উহা কাটিয়া ফেলিলে একটি গাছের মত রহিয়া গেল। পরে

তিনি চাদর খানা ফেলিয়া দিতে বলিলেন। পরে উহাদারা দুইটী বালিশ নিৰ্ম্মাণ করা হইল। এবং কুকুরটীকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

আবি হোরায়রা (রঃ) হইতে বৰ্ণিত আছে :—

عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل او تصاوير- (مسلم) •

অর্থাৎ হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন যে, যে ঘরে মূৰ্ত্তি এবং ছবি সমূহ আছে সে ঘরে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেন না। (মোছলেম)

প্রশ্ন :—হুজুর! উল্লিখিত কয়েকটী হাদিছের মৰ্ম্মে জানা গিয়াছে যে, যে ঘরে মূৰ্ত্তি, ছবি বা কুকুর থাকে সেই ঘরে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেন না। ইহারা কোন্ ফেরেশ্‌তা?

উত্তর :—বৎস! প্রকাশ থাকে যে, যে ঘরে ছবি বা মূৰ্ত্তি বা কুকুর থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশ্‌তা যাহারা পৃথিবী ও আকাশের সৰ্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন তাহারা প্রবেশ করেন না। যথা মেরকাত শরীফে আছে :—(৪র্থ খণ্ড)

وهؤلاء الملائكة غير الحفظة لانه لا يفارقون المكلفين •

অর্থাৎ "মালায়েকে-ছাইয়ারা" বা ভ্রমণকারী ফেরেশ্‌তাগণ যে ঘরে মূৰ্ত্তি বা কুকুর থাকে সেই ঘরে প্রবেশ করেন না। কিন্তু রক্ষক ফেরেশ্‌তাগণ কখনও মানুষ হইতে পৃথক হন না।

সুচী নং ১৪।

প্রশ্ন ঃ—হুজুর! যদি কোন গৃহে মূর্তি বা ছবি থাকে সেখানে নামাজ পড়িলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ—বৎস! আলমগিরী কেতাবে আছে ঃ—

يكره ان يصلى بين يديه او فوق رأسه او على يمينه اويساره اوفى ثوبه تصاوير ٭

ভাবার্থ ঃ—কোন ব্যক্তির নামাজকালে তাহার সম্মুখে, মাথার উপরে, ডাহিনে, বামে কি পরিধানের কাপড়ে প্রাণীর ছবি থাকিলে নামাজ মকরুহ তাহরীম হইবে। (১) বাহ্‌রোর-রায়েক, ২য় খণ্ড, (২) কাজীখান, (৩) কবিরী, (৪) ছগিরী, (৫) হেদায়া, (৬) ফতহোল কাদির প্রভৃতি কেতাবেও ঐরূপ লিখিত আছে।

এতদ্ব্যতীত দোর্‌রল মোখ্‌তার কেতাবে আছে ঃ—

ولبس ثوب فيه تماثيل ذى روح او ان يكون فوق رأسه او بين يديه او بحذائه يمنة اويسرة او محل سجوده ايضا فيه واختلف فيما اذا كان التمثال خلفه والاظهر الكراهة ٭

ভাবার্থ ঃ—প্রাণীর ছবি পরিধানের কাপড়ে বা ডাহিনে, বামে, উপরে কিম্বা ছেজদার স্থানে থাকিলে নামাজ মকরুহ তাহরীম হইবে। পিছনে ছবি থাকিলে মতভেদ আছে; কিন্তু ছহি কৌল মতে তাহাতেও মকরুহ তাহরীম হইবে। এইরূপ

(১) মাজমাউল আনহোর, (২) নূরুল ইজা, (৩) মারাকিল ফালাহ, (৪) তাহতাবী, (৫) দোর্‌রল্ হেকাম, (৬) দোর্‌রল্ মোন্তাকা, (৭) হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী, (৮) শামী, (৯) গায়াতোল আওতার প্রভৃতি কেতাবে লিখিত আছে।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! ঐ ছবি বা মূর্ত্তি যদি কাহার নিজের ঘরে বা বৈঠকখানায় থাকে বা আত্মীয় স্বজনের কিম্বা কোন মোছলমানের ঘরে বা বৈঠক খানায় অথবা দোকানে থাকে, তাহা সত্বর ফেলিয়া দিবেন ও দিতে বলিবেন। সংবাদপত্র প্রচারক ও গ্রাহক দিগকেও জানাইতেছি যে, ভবিষ্যতে কোন প্রকার জীব জন্তুর ছবি প্রকাশ না করেন, ও কেহ কোন দ্রব্যের উপর জীব জন্তুর ছবি বা মূর্ত্তি অঙ্কন করিবেন না। এবং জীব জন্তুর ছবি অঙ্কিত কোন দ্রব্য ক্রয় করিবেন না, করিলে আল্লাহ তালার রহমৎ হইতে বঞ্চিত হইবেন ও গুনাহ্‌গার হইবেন। যেহেতু উহা মূর্ত্তি পূজকদের সহিত মোশাবাহ করায় হাশরে জবাবদিহি করিতে হইবে।

টাকা পয়সার উপর ছবি থাকা সত্বেও যে উহা ব্যবহার করা হয়, তাহা ছবির সম্মান বা সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, কেবলমাত্র ওজরে ব্যবহার করা হয়।

২। গান সমস্যা

গান করা ও শ্রবণ করা হারাম

প্রশ্ন ঃ—হুজুর! বর্ত্তমান সময় আমাদের এতদ্দেশে যাত্রা, থিয়েটার, নিমাই সন্যাস, গুণাবিবি, ভাযানজারী, আছমান সিং, গাজীর গীত ও ইমাম যাত্রা প্রভৃতি আমোদপূর্ণ গান ও অভিনয় সমূহ হারমোনিয়ম, গ্রামোফন, ঢোল প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র সহকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত গান বাদ্য যে সকল মোছলমানগণ করিয়া থাকে এবং যাহারা ইহা হালাল জানিয়া শ্রবণ করে, শরিয়তে তাহাদের প্রতি কি হুকুম জানিতে বাসনা।

উত্তর ঃ—উল্লিখিত যাবতীয় প্রকারের গান করা এবং শ্রবণ করা হারাম। বরং যাহারা হালাল অর্থাৎ ভাল জানিয়া গান করে ও শ্রবণ করে তাহারা ইছলামের গণ্ডীর বহির্ভূত হইবে। এবং এরূপ ব্যক্তির পক্ষে তওবা করতঃ স্বীয় স্ত্রীর সহিত পুনঃ কালেমা পড়িয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ওয়াজেব। ইহার বিস্তৃত প্রমাণ যথাক্রমে নিম্নে প্রকাশ পাইবে।

সূচী নং ১।

তফছিরে-রুহোল-বয়ানের দ্বিতীয় খণ্ডে কোরান শরীফের سورة اسری এর আয়াৎ استفزز من استطعت منهم بصوتك (আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে বলিতেছেন যে,

তোমার শব্দদ্বারা যাহাকে পার তুমি সৎপথ হইতে বিচলিত কর।) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ—

قال مجاهد بالغناء و المزامير فالمغنيون و الزامرون من جند ابليس و قد ورد فى الخبر الوعيد على الزامر و فى الحديث بعثت لكسر المزامير و قتل الخنازير •

অর্থাৎ মোজাহেদ বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতের মধ্যস্থিত "ছওতের" অর্থ গান ও বাদ্য। গায়ক ও বাদকগণ শয়তানের সৈন্য বা অনুচর। মোজাহেদ আরও বলেন যে, হাদিছ শরীফে বাদকগণের প্রতি ভীতি-প্রদ উক্তি করা হইয়াছে। হাদিছ শরীফে আরও উক্ত হইয়াছে যে, হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন—"আমি বাদ্য-যন্ত্র সমূহ ধ্বংস এবং শূকরসমূহ কতল করিবার জন্যই প্রেরিত হইয়াছি।" (তফছিরে রুহুল বয়ান)

সূচী নং ২।

তফছিরে বাগবিতে ছুরায়ে লোকমানের ঃ—

و من الناس من يشترى لهو الحديث الاية •

এই আয়াতের ব্যখ্যায় লিখিত আছে ঃ—

عن عبد الله بن مسعود و ابن عباس و عكرمة و سعيد بن جبير قالوا لهو الحديث هو الغناء و الاية نزلت فيه و معنى قوله يشترى لهو الحديث اى يستبدل و يختار الغناء و المزامير و المعازف على القران قال ابو الصبها البكرى سالت ابن مسعود عن هذه الاية فقال هو

الغناء و الله لا اله الا هو يردد ها ثلاث مرات و قال ابراهيم النخعى الغناء ينبت النفاق فى القلب و هكذ المضمون فى تفسير ابن كثير ٭

অর্থাৎ ঃ—আবদুল্লাহ এব্‌নে মছ্‌উদ, এব্‌নে আব্বাছ, একরামা এবং ছাইদ বেন্‌ জোবায়ের প্রভৃতি আছহাবগণ বলিয়াছেন যে, لهو الحديث অর্থ গান। এবং এই গান সম্বন্ধেই উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। এই আয়াতের মধ্যস্থিত "ইয়াশ্‌তারি লাহওল্‌ হাদিছ" এর অর্থ কোরআন শরীফের পরিবর্ত্তে গান বাজনা পছন্দ করা। আবু ছাব্‌হা বকরী বলেন, আমি এব্‌নে মাছউদকে এই আয়াৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি খোদার শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "লাহ্‌ওল্‌-হাদিছ" অর্থ গান। তিনি তিনবার এইরূপ শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন। ইব্রাহীম নখ্‌য়ী বলেন যে, গান শুনিলে অন্তরে মোনাফেকী সৃষ্টি হয়। তফছিরে এব্‌নে কাছিরেও এইরূপ মর্ম্ম জানা যায়।

সূচী নং ৩।

তফছিরে আহ্‌মদিতে আছে ঃ—

و قد ذكر فى فتاوى الحمادية و كذا فى العوارف و غيره عن ابن عباس و ابن مسعود رضى الله عنهم كان يحلفان بالله انا قد سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ان المراد به التغنى ... ... فيكون دليلا على حرمته ومنها ما ذكر فى اخر صورة النجم وهى قوله تعالى

وانتم سامدون فانه ذكر فى البيضاوى ان المراد به وانتم مغنون وفى العوارف ان عبد الله ابن عباس رض حلف ان المراد به التغنى ومنها ما ذكر فى سورة بنى اسرائيل وهو قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك فانه ايضا ذكر فى فتاوى الحمادية والعوارف انه قال مجاهد انها تدل على حرمة التغنى وذالك لان قوله تعالى استفزز خطاب لابليس عليه اللعنة ومعناه وحرك من استطعت من بنى آدم بصوتك وهو صوت التغنى والمزامير والدف وغير ذالك فهذه الايات الثلاث دالة على حرمته مطلقا وايضا فيه فى صفحة ١٠٦ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابليس اول من ناح واول من تغنى وقال النبى صلى الله عليه ما من رجل يرفع صوته بالغناء الا ابعث الله عليه شيطانين احدهما على هذا المنكب والاخر على هذا المنكب ولا يزالان يضربان بارجلهما حتى يكون هو الذى يسكت وهذه الحجج كلها دالة على حرمته مطلقا وهكذا فى تفسير الخازن *

অর্থাৎ আববাছ ও এব্‌নে মাছউদ (রাঃ) আল্লাহর শপথ করিয়া বলেন—"আমরা হজরৎ (দঃ) এর নিকট শুনিয়াছি যে, উল্লিখিত আয়াতের মধ্যস্থিত "লাহ্‌ওল হাদিছের" মর্ম্ম গান। এবং ছুরা নজমের শেষে وانتم سامدون "অ-আনতুম্ ছামেদুন্" এর অর্থ তফছিরে বয়জাবি শরীফে লিখিয়াছে যে,

ان المراد به و انتم مغنون অর্থাৎ তোমরা গাফেল হইয়া গানে লিপ্ত রহিয়াছ। আওয়ারেক কেতাবে লিখিয়াছে—"আবদুল্লাহ এব্‌নে আববাছ (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশের অর্থ গান।" পক্ষান্তরে ইতিপূর্ব্বে ছুরায় বনিইস্রাইলের আয়াত শরীফের মর্ম্মে তফ্‌ছিরে-বয়জাবী ও ফতোয়ায়ে হাম্মাদিয়া ও আওয়ারেক কেতাব হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ উপরি বর্ণিত আয়াতের মধ্যস্থিত "ছওত" শব্দের অর্থ যে গান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে—তাহার মর্ম্মে মোজাহেদ গানকে হারাম বলিয়াছেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা অভিশপ্ত ইবলিছকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমার ছওত বা শব্দ দ্বারা যে মানুষকে পার সৎপথ হইতে বিচলিত কর। এই শব্দের অর্থ গান বাজনা ইত্যাদির শব্দ। সুতরাং উল্লিখিত তিন আয়াত দ্বারা যাবতীয় গান সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ প্রমাণ হইতেছে। উক্ত তফছিরে আরও আছে যে, হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন—শয়তানই সর্ব্বপ্রথম বিলাপ করিয়াছে এবং গান গাহিয়াছে। হজরৎ (দঃ) আরও বলিয়াছেন—"যখনই কোন ব্যক্তি গানের শব্দ উচ্চারণ করে, তখন আল্লাহতায়ালা তাহার দুই স্কন্ধে দুইটী শয়তান প্রেরণ করেন। যে পর্য্যন্ত সে গান ক্ষান্ত না করে ততক্ষণ গায়কের উপর উহারা পদাঘাত করিতে থাকে।

এই সমস্ত দলীলের প্রমাণ দ্বারা গান সর্ব্বতোভাবে হারাম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ তফছিরে-খাজেনেও আছে।

সূচী নং ৪।

তফছিরে আহমদিতে আরও আছে ঃ—

وهكذا اتفق على حرمته مطلقا كثير من المجتهدين حتى بلغ اعدادهم الى خمس او اثنين وسبعين مجتهدا ايضا فيه وعلماء الشريعة الغراء اكثرهم كانوا متفقين على مطلق الحرمة انتهى *

অর্থাৎ গান যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ (হারাম) ইহাতে ৭২ জন কি ৭৫ জন মোজ্‌তাহেদ একমত হইয়াছেন। উক্ত তফছিরে আরও আছে যে, অধিকাংশ বিচক্ষণ আলেমগণ গান হারাম হওয়া সম্বন্ধে একমত হইয়া ফতোয়া দিয়াছেন। ফতোয়ায়ে-আজিজি কেতাবে লিখিয়াছে ঃ—

وقال الشيخ فيها ان سبعاوسبعين نفرا من الفقهاء اتفقوا على تحريم الغناء وبين اسماءهم على التفصيل *

অর্থাৎ এই বিষয়ে শায়েখ ছাহেব বলিয়াছেন যে, ৭৭ জন বিজ্ঞ ফকিহ আলেম গান হারাম হওয়া সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন।

সূচী নং ৫।

উক্ত কেতাবে আরও আছে ঃ—

ابن ابى الدنيا وبيهقى از شعبى روايت كرده كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود لعن الله المغنى والمغنى له طبرانى وخطيب بغدادى روايت نمودند كه رسول خدا

صلی الله علیه وسلم نهی کرد از غناء و استماع آن در سفن البدی از ابن عمر رض آورده گفت نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن الغناء و الاستماع الی الغنی در مغنی آورده که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود الغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء النبات •

এব্‌নে আবিদ্দুনিয়া এবং বায়হাকী, শাবি হইতে রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন যে, হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন, গায়ক এবং শ্রোতা উভয়ের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত পতিত হউক। তিবরানী ও খতিব বগদাদী রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন যে, হজরৎ (দঃ) গান করা ও শ্রবণ করা নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ছোনানে হোদা কেতাবে এব্‌নে ওমার হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন—বৃষ্টি পতিত হইলে যেমন উদ্ভিদ বাহির হয়, গান শ্রবণ করিলে অন্তরেও সেইরূপ কপটতার সৃষ্টি হয়।

সূচী নং ৬।

উক্ত ফতোয়ায়ে আজিজীতে আছে :—

طبرانی از امیرا لمؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود القنیة سحت و غناها حرام •

অর্থাৎ তিবরানী কেতাবে হজরৎ ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন যে, গায়িকারা অতিশয় মারাত্মক। তাহাদের গান শ্রবণ করা হারাম।

সূচী নং ৮।

ঐ কেতাবে আরও আছে ঃ—

وفى الاختيار انه كبيرة فى جميع الاديان ٭

এখ্‌তিয়ার কেতাবে আছে যে, গান শ্রবণ করা সকল ধর্ম্মেই মহাপাপ।

উক্ত কেতাবে আরও আছে ঃ—

فى الحمادية عن النافع اعلم ان التغنى حرام فى جميع الاديان ٭

হাম্মাদিয়া কেতাব হইতে নাফে বর্ণনা করিতেছেন যে, সকল ধর্ম্মেই গান হারাম।

বাহরোর রায়েক কেতাবের ৭ম খণ্ডে লিখিত আছে ঃ—

(قوله او يغنى للناس) لانه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة كذا فى الهداية و ظاهره ان الغناء كبيرة ٭

অর্থাৎ—গানে সমস্ত মানুষকে কবিরা গুণাহে লিপ্ত করে। এইরূপ হেদায়া কেতাবের মর্ম্মেও গান কবিরা গুণাহ বলিয়া জানা যায়।

তাবিনোল হাকায়েক কেতাবের ৪র্থ খণ্ডে লিখিয়াছেন ঃ—

(او يغنى للناس) لانه يجمع الناس على لهو و لعب و لا يخلو عادة من ارتكاب كبيرة ٭

অর্থাৎ ঃ—গানে মানুষকে লাহ্‌ব ও লায়াবের (لهو و لعب) মধ্যে পতিত করে, ঐ লাহ্‌ব ও লায়াব স্বভাবতঃ কবিরা গুণাহের কার্য্য।

অছিলায় ছার্‌মাদিয়া কেতাবে আছে :—

لان التغنى و استماع الغناء حرام اجمع عليه العلماء و بالغوا فيه ٭

অর্থাৎ :—গান করা ও শ্রবণ করা হারাম। ইহাতে সমস্ত আলেমগণ একমত হইয়াছেন। এবং এই কথা তাঁহারা খুব জোর করিয়াই বলিয়াছেন।

সূচী নং ৯।

হেদায়া কেতাবে আছে :—

دلت المسئلة على ان الملاهى كلها حرام حتى التغنى بضرب القضيب هكذا فى فتح القدير و العناية و الكفاية و هكذا المضمون فى البزازية ٭

অর্থাৎ :—যাবতীয় প্রকারের গান বাজনা ও আমোদ প্রমোদ হারাম। এমন কি কাঠের উপর আঙ্গুল পিটাইয়া পিটাইয়া গান করাও হারাম। উক্তরূপ ফতহোল কাদির, এনায়া ও কেফায়া কেতাবে আছে। ফতোয়ায়ে বজ্জাজিয়া কেতাবেও ঐরূপ মর্ম্ম লিখিত হইয়াছে। মিয়াতে মাছায়েল কেতাবে মাওলানা আহ্‌মাদুল্লাহ ছিদ্দিকী জখিরা কেতাব হইতে উল্লেখ করিয়াছেন—

ان التغنى مع جميع انواعه حرام عند علمائنا بقوله تعالى و من الناس من يشترى لهو الحديث و المراد منه الغناء باتفاق اهل التفاسير ٭

অর্থাৎ—যাবতীয় প্রকারের গান বাদ্য হারাম। এবং আমাদের ওলামাগণ পূর্ব্বোল্লিখিত আয়াত অর্থাৎ ومن الناس الخ

এই আয়াতের মর্ম্ম গান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তফ্ছিরকারগণ এই কথার উপর একমত হইয়াছেন।

সূচী নং ১০।

ফাতাবীয়ে নছফি কেতাব হইতে মিয়াতে মাছায়েল কেতাবে লিখিয়াছে ঃ—

استماع صوت الملاهی و الغناء حرام لقوله علیه الصلوة و السلام استماع الملاهی معصیة و الجلوس علیها فسق و التلذ ذ بها کفر •

অর্থ ঃ—যাবতীয় গান বাজনার শব্দ শ্রবণ করা হারাম। যেহেতু হাদিছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—"যাবতীয় গান বাজনা শ্রবণ করা পাপের কার্য্য। ঐ স্থানে বসা ফাছেকী কার্য্য ও গান বাজনা ইত্যাদি শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করা কাফেরী।"

ফতোয়ায়ে আজিজী কেতাবে আছে ঃ—

در معالم از عبد الله بن مسعود و ابن عباس و عکرمة و سعید بن زبیر رضی الله عنهم نقل کرده که لهو الحدیث غناء و مزامیر و معازف است و در مدارک گفته که ابن عباس و ابن مسعود قسم میخورند که لهو الحدیث غنا است و در در المعانی گفته که لهو الحدیث غنا و مزامیر است •

অর্থাৎ—মোয়ালেম কেতাবে আবদুল্লাহ এব্নে মছউদ, এব্নে আব্বাছ, এক্রামা, ছাইদ বেন্ জোবায়ের (রাজিঃ)প্রভৃতি নকল

করিয়াছেন যে, 'লাহওল হাদিছ' অর্থ গান ও বাজনা। মাদারেক কেতাবে লিখিয়াছে, এব্‌নে আব্বাছ ও এব্‌নে মছউদ বলিয়াছেন, "লাহ্‌ওল হাদিছ" অর্থ গান। দোররোল-মায়ানী কেতাবে আছে—লাহওল হাদিছ অর্থ গান ও বাজনা।

হালাল অর্থাৎ ভাল জানিয়া গান করা ও শুনা কুফ্‌রী

সূচী নং ১১।

ফতোয়ায়ে আজিজী কেতাবে মোগনি কেতাব হইতে লিখিয়াছে :—

ودر مغنی گفته که لهو الحديث غنا است وان حرامست باين نص مستحل آن کافرست •

অর্থাৎ—"লাহওল হাদিছ" অর্থ গান। এবং ইহা উল্লিখিত আয়াতের অনুবলে হারাম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে ইহাকে হালাল জানে সে কাফের।

সূচী নং ১২।

ফতোয়ায়ে আজিজী কেতাবে ছায়লবি হইতে লিখিয়াছেন :—

اورده که لهو الحديث غنا وضرب بربط ودف واوتار وطنبورست و آنهمه باين نص حرام اندمس استحلال آن کفر •

অর্থাৎ—"লাহওল" হাদিছ অর্থ গান। এবং দফ্ (একতারা) বর্‌বত, তাম্বুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজান উল্লিখিত আয়াতের অনুবলে হারাম। যে ইহাকে হালাল জানে সে কাফের হইবে।

সূচী নং ১৩।

ফাতোয়ায়ে আজিজী কেতাবে মোহিত কেতাব হইতে লিখিয়াছেন ঃ—

التغنی و التصفیق و استماعہ کل ذالك حرام و مستحلهما کافر *

গান গাওয়া ও তালি বাজান এবং এতদুভয় শ্রবণ করা হারাম। ইহা হালাল জানিলে কাফের হইবে।

সূচী নং ১৪।

ফতোয়ায়ে আজিজী কেতাবে আরও আছে ঃ—

التغنی و استماعہ وضرب الدف و جمیع انواع الملاهی حرام مستحلها کافر هدی الله تعالی الزهاد و الجهلة الذین ابتلوا به خیف علیهم الکفر *

অর্থাৎ ঃ—গান করা এবং উহা শ্রবণ করা কিংবা দফ্ বাজান প্রভৃতি যাবতীয় প্রকারের অশ্লীল আমোদ প্রমোদ হারাম। যে উহা হালাল জানে সে কাফের। যাহারা এই সকল কাজে হঠকারিতা করে আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে সুপথ দান করুন। যাহারা এই কাজে লিপ্ত আছে তাহাদের প্রতি কোফরী বর্ত্তিবার আশঙ্কা আছে।

জামে ফাতাবী কেতাবে আছে ঃ—

استماع الملاهی و الجلوس علیها و ضرب المزامیر و الرقص کلها حرام و مستحلها کافر *

যাবতীয় প্রকারের গান বাদ্য শ্রবণ করা এবং ঐ সকল মজলিসে বসা, বাদ্য বাজান ও নাচ্‌না ইত্যাদি সকলই হারাম। যে ইহা হালাল মনে করিবে সে কাফের হইবে।

সূচী নং ১৫।

ঐ কেতাবে নেহায়া কেতাব হইতে লিখিয়াছেন ঃ—

وفی النهایة التغنی و الطنبور و البربط و الدف و ما یشبه ذالک کل ذالک حرام و معصیة لقوله تعالی و من الناس من یشتری لهو الحدیث *

ভাবার্থ—গান করা এবং তাম্বুরা, বরবত ও দফ ইত্যাদি এইরূপ যাবতীয় বাজনা হারাম। কোরান শরীফের আয়াৎ و من الناس من یشتری الخ এর মর্ম্ম মতে ঐ সকল হারাম ও গুণাহের কার্য্য। প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত এবারতের মর্ম্মে বুঝা যাইতেছে যে, গান বাজনা করা ও শ্রবণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। ইহা হালাল অর্থাৎ ভাল জানিয়া করিলে কি শুনিলে ইছলামের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া যাইবে। সুতরাং মোছলমান হইতে মোর্‌তাদ হইয়া যাইবে এবং তাহার স্ত্রী তাহার স্বামীত্ব হইতে ইছলামের আইন অনুসারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

যাহারা হালাল অর্থাৎ ভাল জানিয়া গান করে বা ইহা শ্রবণ করে তাহাদের নিকাহ দোহ্‌রান ওয়াজেব

সূচী নং ১৬।

বাহরোর রায়েক কেতাবের ৫ম খণ্ডে আছে ঃ—

(فی باب احکام المرتدین) و یحکم بها حتی تبین زوجته منه و یجب تجدید النکاح •

মোর্‌তাদ ব্যক্তির স্ত্রী তালাক বায়েন হইবে। এবং তাহার পুনরায় নেকাহ পড়িয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে হইবে।

সূচী নং ১৭।

খানিয়া কেতাবের ৩য় খণ্ডে আছে ঃ—

اجمع اصحابنا علی ان الردة تبطل عصمة النکاح و تقع الفرقة بینهما بنفس الردة •

ভাবার্থ ঃ—আমাদের ইমাম ও ফকিহ্‌গণের সর্ব্ববাদী সম্মত মত এই যে, মোর্‌তাদ হইলে তাহার বিবাহের বিশুদ্ধতা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এবং স্বামী স্ত্রী হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে।

সূচী নং ১৮।

দোর্‌রল মোখতারের ৩য় খণ্ডে আছে ঃ—

ما یکون کفرا اتفاقا یبطل العمل و النکاح و اولاده اولاد الزنا و ما فیه خلاف یؤمر بالاستغفار و التوبة و تجدید النکاح •

ভাবার্থ ঃ—যদি কেহ সর্ব্বসাধারণ ফকিহ্‌গণের মতে কাফের হইয়া থাকে তবে তাহার নেকাহ ও নেক আমল বাতেল হইবে। ঐ অবস্থায় সন্তান সন্ততি জন্মিলে জারজ হইবে। যদি কাহারও কাফের হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ থাকে, তবুও তাহার কর্ত্তব্য যে, তওবা করতঃ নিকাহ দোহরাইয়া লয়। কাজী তাহাকে তওবা করিতে আদেশ করিবেন।

সূচী নং ১৯।

মিয়াতে মাছায়েল কেতাবে আছে ঃ—

من سمع الغناء من المغنى او من غير المغنى اويرى شيأ من الحرام فيحسن ذالك باعتقاد او غير اعتقاد يصير مرتدا فى الحال بناء على انه ابطل حكم الشريعة و من ابطل حكم الشريعة لا يكون مؤمنا عند كل مجتهد و لا يقبل الله طاعته و احبط كل حسناته و بانت منه امرأته فان تاب لا يجب القتل و الا يضرب عنقه ٭

অর্থাৎ ঃ—যদি কোন ব্যক্তি গায়ক কিংবা গায়ক ব্যতীত কোনও লোকের গান শ্রবণ করে কিংবা কোনও হারাম কার্য্য দেখিয়া ভাল মনে করে—বিশ্বাস সহকারে কিম্বা অবিশ্বাসে হউক, সে ব্যক্তি মোরতাদ হইবে। যেহেতু সে শরিয়তের হুকুম বাতেল করিল। যে ব্যক্তি শরিয়তের হুকুম বাতেল করে অর্থাৎ—হারামকে হালাল জানে কিংবা হালালকে হারাম জানে, সকল মোজতাহেদগণের অভিমত অনুসারে সে খোদার নিকট

মোমেন থাকিবে না এবং আল্লাহ তাআলা তাহার কোন এবাদৎ কবুল করিবেন না। এবং তাহার যাবতীয় নেক কার্য্য বিনষ্ট হইবে ও তাহার স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ অবস্থায় যদি তওবা করিয়া খোদার নিকট মাফ চাহে, তবে তাহাকে কতল করা শরিয়তে ওয়াজেব নহে। অন্যথায় তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। (প্রাণদণ্ডের আদেশ বর্ত্তমানে নয়, ইহা মোছলমান রাজত্বে শরিয়তের বিচার ছিল।) যথা—হজরৎ (দঃ) বলিয়াছেন—من بدل دينه فاقتلوه—“যে ব্যক্তি ধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া গিয়াছে তাহার প্রাণদণ্ড কর।”

প্রশ্ন ঃ—ছুন্নৎ অল-জামাতের আকিদা এই যে—
لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب আহ্‌লে কেবলা অর্থাৎ কোন মুছলমান কোন একটী ছগিরা কিংবা কবিরা গুণাহ করিলে কাফের হয় না। ইহার প্রকৃত মতলব কি?

উঃ—ইহার উত্তর নিম্নলিখিত কেতাবে যাহা লিখিত আছে তাহা এই যে, সুপ্রসিদ্ধ মোল্লা আলী ক্বারী ছাহেবের “শর্‌হে ফেকাহ আক্‌বর” নামক কেতাবে আছে ঃ—

ان المراد من عدم تكفير احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر ما لم يوجد امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شئ من موجباته *

অর্থ ঃ—আহলে কেবলাকে অর্থাৎ মোছলমানকে যে কাফের বলা যাইবে না তাহার অর্থ এই—“যাবৎ পর্য্যন্ত মুছলমানের মধ্যে কুফরীর চিহ্ন না পাওয়া যায়, এবং যাহাতে কাফের হয়

এমত কোন কাজ না করে, সেই পর্য্যন্ত তাহাকে কাফের বলা যাইবে না।”

সূচী নং ২০।

প্রশ্ন ঃ—কতকে প্রকাশ করে, মুছলমানের মধ্যে যদি ৯৯টী কুফরী আলামত পাওয়া যায়, আর একটী আলামত মুছলমানী থাকে তবে তাহাকেও কাফের বলা যাইবে না। ইহার মর্ম্ম বিশেষভাবে জানিতে বাসনা।

উঃ—এইরূপ এতেকাদ শুদ্ধ নহে, বরং ইহাই সত্য যে, যদি মুছলমানের হাজার কাজ মুছলমানি থাকে, মাত্র একটী কাজ কুফরী করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যেমন কেহ নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, সে যদি মাত্র মূর্ত্তিকে ছেজদাহ করে বা কোন কুফরী কালাম বলে, সে অবশ্যই কাফের হইবে। তবে যে ঐরূপভাবে বাজে লোকে প্রকাশ করে, তাহার মূল মর্ম্ম এই যে, যদি কোন একটী কালামের অর্থ ৯৯ প্রকার কুফরী, এক প্রকার অর্থে ইমানদারী থাকে, সেইরূপ কালাম ও কাজ করনে-ওয়ালাকে কাফের না বলিয়া মুফতির কর্ত্তব্য যে, তাহাকে মুছলমান রাখিয়া ফতোয়া দেয়। সুপ্রসিদ্ধ ফকিহ্ মোল্লা আলী ক্বারী ছাহেবের শরহে ফেকাহে আকবর কেতাবে আছে ঃ—

ان المسئلة المتعلقة بالكفر اذا كان لها تسع و تسعون احتمالا للكفر و احتمال واحد فى نفيه فالاولى للمفتى و القاضى ان عمل بالاحتمال النافى ●

অর্থ ঃ—কোন মাছলায় যদি ৯৯ প্রকার ভাব কুফরী পাওয়া যায়, আর মাত্র একটী ভাব বা মতলব ইমানদারী থাকে, এমত স্থলে ঐরূপ কার্য্যের মছলা দিতে হইলে মুফতির কর্ত্তব্য এই যে, কখনও কাফেরী ফতোয়া না দেন।

বাহরোর রায়েকের ৫ম খণ্ডে আছে ঃ—

اذا كان في المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى ان يميل الى الوجه الذى يمنع التكفير *

অর্থ ঃ—যে মছলায় (কথার বহুপ্রকার ভাব বা মতলব করা যায়), তন্মধ্যে বহু প্রকার কুফরী ভাব থাকে ও একটী মাত্র মতলব কুফর না হওয়ার পাওয়া যায়, এমত মছলায় মুফতির কর্ত্তব্য যে, কুফরী ফতোয়া না দেন।

বজ্জাজিয়া কেতাব হইতে বাহরোর-রায়েক কেতাবে লিখিয়াছে ঃ—

الا اذا صرح بارادة موجب الكفر فلا ينفعه التاويل حينئذ •

অর্থ ঃ—যে কার্য্যে বা কথার অর্থে কুফরী হয়, জিজ্ঞাসায় যদি ঐ ভাবই প্রকাশ করে, তবে তাহাকে কাফের বলিয়া ফতোয়া দিবে, অন্য কোন তাবিল বা ব্যাখ্যা খাটিবে না।

৩। মোছলমান বেদীনের পর্ব্বে যাইবে না

প্রশ্ন ঃ—হুজুর ! হিন্দুর কোনও পর্ব্বে কি মেলায় যোগদান করতঃ আমোদ প্রমোদ দর্শন করা, এবং সেইখানে পর্ব্ব উপলক্ষে যে সমস্ত জিনিস আমদানী হয়, যেমন বড় বাতাসা, খেলনা ইত্যাদি খরিদ করা শরিয়তে জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ—না, বৎস ! এরূপ কার্য্য জায়েজ নহে। বরং ইহা হারাম। এরূপ কার্য্য করিলে সে ব্যক্তি মোরতাদ হইবে। তাহার পক্ষে তওবা করিয়া পুনঃ নেকাহ দোহরান্ ওয়াজেব।

যথা—বাহরোর-রায়েক কেতাবে (বাবোর্ রেদ্দাত) আছে ঃ—

সূচী নং ১।

بخروج الى نيروز المجوسى والموافقة معهم فيما يفعلون فى ذالك اليوم وبشرائه يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذالك تعظيما للنيروز لا للاكل والشرب وباهدائه ذالك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذالك اليوم *

ভাবার্থ ঃ—বেদীনের নওরোজে অর্থাৎ পর্ব্বে গেলে এবং তাহাদের পর্ব্বের কোন কার্য্যের অনুকরণ করিলে, ঐ উপলক্ষে কোন জিনিস ক্রয় করিলে, কিন্তু সর্ব্বদা যে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য ও খাদ্যাদি ক্রয় করা হয় তাহা নহে, অথবা পর্ব্বের সম্মানার্থে কোন দ্রব্য উপঢৌকন দিলে, এমন কি একটী ডিম দিলেও মোরতাদ্ হইবে।

সূচী নং ২।

কাজীখান কেতাবে উক্ত হইয়াছে ঃ—

رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتريه فى غير ذالك اليوم ان اراد به تعظيم لذالك اليوم كما يعظم الكفرة يكون كفراً هكذا فى جامع الفصولين *

অর্থাৎ ঃ—যদি কেহ হিন্দুর পর্ব্ব কিংবা মেলার দিনের সম্মান মনে করিয়া এমন কোন নূতন আমদানী জিনিস খরিদ করে যাহা পূর্ব্বে করিত না (যেমন কাফেরগণ করিয়া থাকে,) তবে কাফের হইবে। ঐরূপ জামেউল্ ফছুলীন কেতাবেও আছে।

সূচী নং ৩।

কাজীখান কেতাবে আরও উক্ত হইয়াছে ঃ—

عن الامام ابى جعفر الكبير رحمة الله اذا عبد رجل خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز واهدى الى بعض المشركين ببيضة يريد به تعظيم يوم النيروز فقد كفر بالله وحبط اعماله هكذا فى الفتاوى الانقروبيه - وجامع الفصولين وعالمگيرى *

অর্থাৎ ঃ—ইমাম আবু জাফর কবির হইতে বর্ণিত আছে—যদি কোনও ব্যক্তি দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কালও খোদার এবাদৎ করিয়া থাকে আর হিন্দু মোশরেকের কোনও পর্ব্বে গমন করে, এবং সামান্য একটি ডিম কোনও মোশরেককে ঐ পর্ব্বের সম্মানে উপহার দেয়, তাহা হইলে সে কাফের হইবে এবং তাহার যাবতীয় নেককাজ বিনষ্ট হইবে। এইরূপ ফতোয়ায়ে আন্কারোবিয়া, জামেউল ফছুলীন ও আলমগিরী কেতাবে অছে।

৪। মোরতাদ্ ব্যক্তির জানাজা

প্রশ্ন ঃ—হুজুর ! কোনও ব্যক্তি মোরতাদ্ অবস্থায় তওবা না করিয়া মরিয়া গেলে তাহার জানাজা সম্বন্ধে শরীয়তে কি হুকুম ?

উত্তর ঃ—নিম্নলিখিত কেতাব সমূহের মর্ম্মে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মোরতাদ্ হইয়া তওবা করিবার পূর্ব্বে মরিয়া গেলে তাহার জানাজা হইতে বিরত থাকিবে।

সূচী নং ১।

যথা—ফতোয়ায়ে আন্‌কারোবিয়াতে আছে ঃ—

حكم الردة الخ الى قوله و بينونة امرأته مطلقا و بطلان وقفه مطلقا و اذا مات او قتل على ردته لم يدفن فى مقابر اهل الملة و انما يلقى فى حفيرة كالكلب *

অর্থাৎ ঃ—মোরতাদ্ হইয়া গেলে তাহার স্ত্রী তালাক "বায়েন" প্রাপ্ত হইবে। এবং মোরতাদ্ ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া থাকিলে তাহা বাতেল হইবে। মোরতাদ্ অবস্থায় মরিলে কিংবা নিহত হইলে মোমেন লোকগণের গোরস্থানে দাফন করিবে না। বরং তাহাকে কুকুরের ন্যায় একটি গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিবে।

সূচী নং ২।

কাজীখান কেতাবে আছে ঃ—

و اذا ارتد يعرض عليه الاسلام فى الحال فان اسلم و الا قتل الا ان يطلب التاجيل فيوجل ثلاثة ايام لينظر

في امره و لا يوجل اكثر من ذالك و يعرض عليه الاسلام كل يوم من ايام التاجيل فان اسلم يسقط عنه القتل و ان ابى ان يسلم يقتل ●

অর্থাৎ ঃ—কোন লোক মোরতাদ্ হইবা মাত্রই তাহাকে মোছলমান হইতে বলিবে। যদি ইহাতে সে মোছলমান হয় তবে ত কথাই নাই। নতুবা শরিয়তে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ। যদি সে ব্যক্তি সময় বা অবকাশ প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে বিবেচনা করিবার জন্য মাত্র তিন দিবস সময় দিবে; ইহার অধিক সময় দিবে না।

এই অবকাশের প্রতিদিন তাহাকে মোছলমান হইতে বলিতে হইবে। যদি এই সময়ের মধ্যে সে ইছলাম কবুল করে, তবে শরিয়ত মতে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে না। আর যদি এই সময়ের মধ্যে ইছলাম কবুল না করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। প্রকাশ থাকে যে, প্রাণদণ্ডের আদেশ, ইহা মোছলমান রাজ্যে **শরিয়তের বিধান**।

প্র ঃ—বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ মোরতাদের প্রতি কিরূপ কেছাছ করিতে হইবে ?

উঃ—মোরতাদের প্রতি মোছলেম শরীফের হাদিছ মোতাবেক তাহাকে তওবা করাইয়া নেকাহ দোহরাইয়া দিবে। যদি তওবা না করে তবে তাহার সহিত মিল সমাজ বন্ধ রাখিবে।

সমাপ্ত।

ফুরফুরা শরীফ PDF লাইব্রেরী

ফতোয়ায় দস্তখতকারী মাননীয় ওলামাগণের নাম

الاجوبة كلها صحيحة

মছলার উত্তরগুলি বিশুদ্ধ হইয়াছে।

দস্তখত ঃ—	احقر الناس
১। হজরৎ মাওলানা শাহ ছুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী ছাহেব (ফুরফুরা শরীফ)	محمد ابو بکر عفی عنہ - فرفرہ شریف
২। হজরৎ মাওলানা আবু-জাফর ছিদ্দিকী ছাহেব (ফুরফুরা শরীফ)	محمد ابو جعفر غفرلہ - فرفرہ شریف
৩। জনাব মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব (চব্বিশ পরগণা)	محمد روح الامین عفی عنہ ۲۴ پرگنہ
৪। জনাব মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রেয়াছাতে রামপুরী)	العبد محمد ہدایت اللہ عفی عنہ رامپوری
৫। জনাব মাওলানা মোহাম্মদ হোছেন ছাহেব (বরিশালী)	محمد حسین عفی عنہ بریسالی